বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১১-২০১২

প্রথম খন্ড

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর

[ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের
২০১১-২০১২ এবং তৎপূর্ববর্তী ২০১০-২০১১,
২০০৯-২০১০, ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ			পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়নপত্র	...	...	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	...	...	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	...	...	১
৪.	অডিট অনুচেছদের সার-সংক্ষেপ	...	...	২
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	...	...	৩
৬.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	...	...	৪
৭.	অডিটের সুপারিশ	...	...	৫
৮.	দ্বিতীয় অধ্যায়			৬
৯.	অনুচেছদ নম্বর ১ হতে ২৫	...	...	০৭-১৬
১০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	...	...	১৬

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হল।

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখঃ ২৮/০২/১৪২২ বঙ্গাব্দ
১১/৬/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এর অধীনস্থ কতিপয় অফিস, বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা, এবং বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড এর ২০১১-২০১২ এবং তৎপূর্ববর্তী ২০১০-২০১১, ২০০৯-২০১০, ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনিষ্পন্ন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ এই নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত নিরীক্ষায় উত্থাপিত যে সকল আপত্তি বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সাথে বিভিন্ন সময়ে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়নি, সেসকল আপত্তিসমূহকে সংকলন করে এ নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এর কতিপয় অফিস বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড এবং বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থার ২০১১-২০১২ অর্থ বছর এবং তৎপূর্ববর্তী কয়েকটি অর্থ বছরের হিসাব প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নমুনায়ন পদ্ধতি (Sampling Method) অনুসরণ করে নিরীক্ষা করা হয়েছে। অতএব, আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নিরীক্ষা মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র নমুনামূলক, এগুলো সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কর্মকান্ডের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড ও বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা কর্তৃপক্ষকে উক্ত অনিয়মসমূহের বিষয়ে যথাবিহিত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম যাতে আর সংঘটিত না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ২৫/০২/১৪২২ বঙ্গাব্দ
৮/৬/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

কল্যাণী তালুকদার
মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক অডিট
অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি), টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস) এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)	
১	ক্যাজুয়াল শ্রমিকের মজুরি অনিয়মিত পরিশোধ	২,২৮,৬২,৯৮৪
২	২ টি কার্ডফোন অপব্যবহার করায় সরকারি রাজস্ব ক্ষতি।	২,৪৩,৩৯,৭৩৮
	বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)	
৩	উৎপাদনের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ সত্ত্বেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় উৎপাদন বোনাস এর পরিবর্তে উৎসাহ বোনাস (Incentive Bonus) এবং লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে উৎপাদন বোনাস পরিশোধ বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	১,৪৬,১৫,২৬৬
	টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)	
৪	অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করার ফলে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি।	২,২২,০৩,২৪৯
৫	Purchase Order এ ৪ টি আইটেম কম সরবরাহ করা সত্ত্বেও সরবরাহকারীকে অর্থ পরিশোধ করায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি।	৫২,০৭,৪০০
৬	টেলিটক কাজে Strategic Partner এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি পত্রে Strategic Partner কে অগ্রিম অর্থ প্রদানের প্রভিশন না থাক সত্ত্বেও উৎপাদন পূর্বক স্টোরে ফেলে রাখার ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	৫,১৮,৬৮,০১৩
৭	Telephone Set (কর্ডলেজ) বাজারে চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন পূর্বক স্টোরে ফেলে রাখার ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।	২,৯২,২৮,৪৬৬
	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	
৮	নির্মাণ কাজ শেষ না করেই ঠিকাদারকে পরিশোধ অনিয়মিত।	১৮,৯৫,০০০
৯	প্যাড সর্বস্ব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান দিয়ে গ্রামীণ ডাক সার্ভিস উন্নয়ন (৪ র্থ পর্যায়) প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন ইডি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস নির্মাণে সরকারি অর্থের অপচয়।	৯৫,৭৫,০৩৫
		মোট = ১৮,১৭,৯৫,১৫১

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থবছ	:	২০১১-২০১২ এবং তৎপূর্ববর্তী ২০১০-২০১১, ২০০৯-২০১০, ২০০৮-২০০৯ ও ২০০৪-২০০৫ খ্রিঃ।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম	:	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিঃ, বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি) এবং বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টেশিস)।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	:	কমপ্লায়েন্স অডিট।
নিরীক্ষার সময় জুন ২০১২ পর্যন্ত	:	জুলাই ২০০৪ হতে জুন ২০০৫ পর্যন্ত এবং জুলাই ২০০৮ হতে
নিরীক্ষা পদ্ধতি	:	পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়ণে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন	:	মহাপরিচালক, ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তরের এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীতবৃন্দ।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

১। সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

২। অনিয়মিতভাবে ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ।

৩। অনিয়মিতভাবে উৎপাদন / উৎসাহ বোনাস প্রদান।

৪। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনিয়মিত সুবিধা প্রদান।

৫। অপ্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করা।

৬। যথাযথভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত না করা।

৭। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।

অডিটের সুপারিশ :

১। সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করা আবশ্যক।

২। ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা আবশ্যক।

৩। অনিয়মিতভাবে উৎপাদন বোনাস প্রদান বন্ধ করা এবং প্রদত্ত বোনাস আদায় করা আবশ্যক।

৪। মলামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা যাচাই করা আবশ্যক।

৫। যথাযথভাবে ঠিকাদার নির্বাচন করা এবং ঠিকাদারকে অনিয়মিত সুবিধা প্রদান বন্ধ করা আবশ্যক।

৬। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

অনুচ্ছেদঃ ০১।

শিরোনামঃ ক্যাজুয়াল শ্রমিকের মজুরি বাবদ ২,২৮,৬২,৯৮৪ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এর অধীনস্থ ৭৪ (চুয়াত্তর) টি অফিসের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ হিসাব সালের ক্যাশ বহি, অস্থায়ী অগ্রিম রেজিস্ট্রার এবং এসিই-২ বিল ভাউচার নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ক্যাজুয়াল শ্রমিকের মজুরি বাবদ ২,২৮,৬২,৯৮৪ টাকা অনিয়মিত পরিশোধ করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট-''ক'' সংযুক্ত**)।

- পিএন্ডটি আইএসি ২য় খন্ডের ৫২৭,৫২৮,৫২৯ এবং ৫৩১ ধারা মোতাবেক সাময়িকভাবে টেলিফোন লাইন মেরামত কাজে শ্রমিক নিয়োগের কথা উল্লেখ থাকলেও একই ব্যক্তিকে মাসের পর মাস ক্যাজুয়াল শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ দেখিয়ে মজুরি পরিশোধের কোন বিধান নেই। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত বিধান লঙ্ঘন করে মাসের পর মাস মজুরি পরিশোধ করা হয়েছে।

- বিটিটিবির আদেশ নং বিটিটিবি কল্যাণ/১-৭/৯৪ (অংশ), তারিখঃ- ১৩/১০/২০০৩ এর মাধ্যমে মাষ্টার রোল শ্রমিকদের ওয়ার্কচার্জড করার পর নূতন করে ক্যাজুয়াল শ্রমিক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। উক্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে।

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং পিটি/শাখা-৬/১ ই/ (তার)-৭/৯৭-৪৭৬ তারিখঃ ১৪/০৯/১৯৯৭ মোতাবেক ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

নিয়মিত কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ থাকায় জরুরী মেরামত কাজ করার জন্য ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ করে মেরামতের কাজ করানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সরকারি বিধি-বিধান উপেক্ষা করে মাসের পর মাস ক্যাজুয়াল শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে সরকারের উল্লেখিত পরিমাণ অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

- উল্লেখিত আর্থিক অনিয়মটি অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব,ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

- সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় তাগিদ পত্র ও পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব /মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

অবিলম্বে ক্যাজুয়াল শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ বন্ধ এবং সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যাক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায় পূর্বক সংস্থার তহবিলে জমা করে নিরীক্ষাকে জানানো প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদঃ ০২।

শিরোনামঃ ২টি কার্ডফোন অপব্যবহার করায় ২,৪৩,৩৯,৭৩৮ টাকা সরকারি রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- বাংলাদেশ টিএন্ডটি বোর্ড (বর্তমানে বিটিসিএল) এর অধীন বিভাগীয় প্রকৌশলী ফোন্স (আভ্যঃ) রমনা, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হিসাব সালের বেতন বিল এবং সরকারি অর্থ জালিয়াতি সংক্রান্ত নথিপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, একজন টিসিএম কর্তৃক সরকারি কার্ডফোন জালিয়াতি করে অবৈধভাবে সংযোগ প্রদান করে ২টি টেলিফোনের বিপরীতে ২,৪৩,৩৯,৭৩৮ টাকা সরকারি রাজস্বের ক্ষতি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-''খ'' সংযুক্ত)।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, টিসিএম, রমনা সুইচরুমে কর্মরত থাকিয়া কার্ডফোন টেলিফোন নম্বর ৯৫৫৯১২০ এবং ৯৫৫৯১৮৯ এর অপব্যবহার পূর্বক অবৈধভাবে ৯৫৫৪১৭৩, ৯৫৬০৭২২, ৯৫৫৩২৮৯, ৯৫৫৪৬৬৭, ৯৫৫৬৬০৯, ৯৫৫৭৫৭০ টেলিফোনগুলিতে সংযোগ প্রদানের বিনিময়ে বৈদেশিক কল সুবিধা প্রদান করেন। যা প্রধান কর্মাধ্যক্ষের কার্যালয়, ঢাকা টেলিযোগাযোগ অঞ্চল (দঃ) রমনা, ঢাকা এর পত্র নং- সিক্রেট/ পি-৩৩০/২০০২ (শৃঃ) তারিখঃ ৩০-০৮-২০০৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রণীত অভিযোগনামা /চার্জশিট এ বর্ণিত বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্টের বিবরণ ও তথ্যাদি থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

- জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, টিসিএম, এর বিরুদ্ধে অভিযোগনামা পর্যালোচনায় জানা যায় যে, এলকাটেল এক্সচেঞ্জের উপর দৈনন্দিন রুটিন কাজ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশিক্ষণসহ এক্সচেঞ্জের ম্যাগনেটিক ট্যাগ ও ডাটা ড্যাম্পিং, গ্রাহক ম্যানেজমেন্ট, লাইট টেস্ট, এলার্ম চেক এবং তাহার অর্থ বিশ্লেষণ করা, এন/ই পরিবর্তন ইত্যাদি সকল বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং এলকাটেল ও এম টার্মিনালের পাসওয়ার্ড জানা থাকার কারণে রমনা এলকাটেল এক্সচেঞ্জের আওতাধীন কার্ডফোন টেলিফোন নম্বর সমূহের মধ্যে অব্যবহৃত কার্ডফোন চালু নম্বর সম্পর্কে জনাব মোঃ মোশারফের জানা থাকার কারণে টেলিফোন ২টির অবৈধ সংযোগ ও ব্যবহারের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। সুইচরুম হতে এন/ই একটি নম্বরের লাইনে অন্য নম্বর স্থাপন করে অবৈধ সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে ২,৪৩,৩৯,৭৩৮ টাকার সরকারি রাজস্বের ক্ষতি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

আলোচ্য বিষয়ে আদালতে মামলা চলছে বিধায় এ বিষয়ে আপাতত করণীয় কিছু নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, আপত্তিকৃত রাজস্ব আদায়ে কি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।
- অনিয়মটি অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ৩১-০৭-২০১৩ তারিখে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয়ের জবাব না পাওয়ায় প্রথমে ১০-১০-২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ০৪-১১-২০১৩ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

২টি কার্ডফোন টেলিফোন অপব্যবহার করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক সরকারের ক্ষতিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড (বাকেশি)

অনুচ্ছেদঃ ০৩।

শিরোনামঃ উৎপাদনের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা পুনঃ নির্ধারণ করার পর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় উৎপাদন বোনাস এর পরিবর্তে উৎসাহ বোনাস **(Incentive Bonus)** প্রদান এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে নির্ধারিত উৎপাদন অর্জিত হয়েছে মর্মে গণ্য করে উৎপাদন বোনাস প্রদাণ করায় সংস্থার মোট ১,৪৬,১৫,২৬৬ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

❑ বাংলাদেশ ক্যাবল শিল্প লিমিটেড, শিরোমনি, খুলনা অফিসের ২০০৮-২০০৯ এবং ২০১০-২০১১ হিসাব সালের লেজার বুক, উৎপাদন / উৎসাহ বোনাস প্রদান সংক্রান্ত বিল ভাউচার নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, স্থিরকৃত বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। পুনঃনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়া সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ সালে ২ টি মূল বেতনের সমপরিমাণ মোট ৪০,০৬,৮৮১ টাকা উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয় এবং ২০১০-২০১১ হিসাব সালে প্রাথমিক লক্ষমাত্রা কমিয়ে অর্জিত হয়েছে মর্মে উৎপাদন বোনাস বাবদ ১,০৬,০৮,৩৮৫ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট =(৪০,০৬,৮৮১+১,০৬,০৮,৩৮৫) = ১,৪৬,১৫,২৬৬ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-''গ(১) ও গ(২) '' সংযুক্ত)।

❑ বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্রাথমিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪.০০ লক্ষ কন্ডাক্টর কিঃ মিঃ। পরবর্তীতে তা পুনঃ নির্ধারণ করে ২.০০ লক্ষ কন্ডাক্টর কিঃ মিঃ করা হলেও প্রকৃত উৎপাদন হয় ৮৮,১৮৬ কন্ডাক্টর কিঃ মিঃ মাত্র। যার প্রেক্ষিতে নীতিমালা পরিবর্তন পূর্বক অর্থাৎ কৌশলে উৎপাদন বোনাসের পরিবর্তে উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়েছে। অপর দিকে ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ১,৫০,০০০ কন্ডাক্টর কিঃ মিঃ। কিন্তু মে/২০১১ মাস পর্যন্ত মোট উৎপাদন হয়েছে ৫৫,০১৫ কন্ডাক্টর কিঃ মিঃ। পরিচালনা পর্ষদের ১৬৮ তম বোর্ড সভায় পূর্বের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১,৫০,০০০ কন্ডাক্টর কিঃ মিঃ এর স্থলে ১,০৫,০০০ কন্ডাক্টর মিঃ পুনঃ নির্ধারণ করে এটাকে লক্ষমাত্রা অর্জন দেখিয়ে উৎপাদন বোনাস বাবদ উক্ত টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থবছরের লাভ-ক্ষতির বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, Operating Profit না হয়ে ৭৪,৬৩,৮৪৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ৫ বছরের আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষণ (পরিশিষ্ট-''গ(৩)'' সংযুক্ত) প্রণিধানযোগ্য। উক্ত আর্থিক বিবরনীর বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, বছর বছর উৎপাদন বা বিক্রয় আয় কমছে কিন্তু FDR সুদ বাবদ বিনিয়োগ আয় বাড়ছে (লেখচিত্র/পরিশিষ্ট- "গ(৪)" সংযুক্ত)। ফলে কোম্পানিটি তার উদ্দেশ্য থেকে সরে এবং সরকারী খাতে লভ্যাংশ প্রদান না করে একটি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে রুপান্তারিত হচ্ছে। সরকারের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত উক্ত কোম্পানি তার উৎপাদনের বড় অংশই অন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় করা সত্ত্বেও কোম্পানিটি সরকারী ট্রেজারীতে কোন লভ্যাংশ প্রদান ব্যতিরেকে বছর বছর FDR-এ বিনিয়োগ করছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমান পরিচালন আয় (Operating Income) থেকে বিনিয়োগ আয় যথেষ্ট বেশী। এ ধরনের বিনিয়োগ প্রবণতা কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্বার্থে হলেও সামগ্রিকভাবে কোম্পানির স্বার্থের বিপক্ষে যা কোম্পানির Memorandum of Association এর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। কোম্পানির MoA এর উদ্দেশ্য ক্লজের 1(i)-এ বলা হয়েছে " To carry on trades of businesses in Bangladesh for the establishment, maintenance and operation of an organization for manufacturing erectrical plant and appratus of all types, including, but without prejudice to the generality of the forgoing cables and wires." কিন্তু কোম্পানিটি মূল কার্যাবলীতে বিনিয়োগ না করে Non-Operating কাজে

বিনিয়োগ করছে যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কোম্পানি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বাকেশির ১৪৬ তম বোর্ড সভায় উৎসাহ ভাতা প্রদানের ২টি নীতিমালা অনুমোদিত হয়েছে। ১ম উৎপাদন নির্ভর, ২য় মুনাফা নির্ভর। প্রতি বছর বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে যে কোন একটি প্রযোজ্য হবে।

- বাকেশি পরিচালনা পর্ষদের মুনাফা নির্ভর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের উৎসাহ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

- ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় সচিব এ পর্ষদের চেয়ারম্যান। আর্টিকেল অব এসোসিয়েশনের ১৫ নং ধারার ক্ষমতাবলে বাকেশি পরিচালনা বোর্ডই অত্র প্রতিষ্ঠানের একমাত্র সিদ্ধান্ত দাতা কর্তৃপক্ষ হওয়ায় পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে উৎপাদন বোনাস প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের উৎপাদন/উৎসাহ বোনাস প্রদান করার আইনগত ক্ষমতা থাকলেও তাদের কোম্পনির স্বার্থের পরিপন্থী কোনরূপ কার্যক্রম গ্রহনের এখতিয়ার নাই। ফলে পরিচালনা পর্ষদের এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। Operating Profit এর নির্ধারিত অংশ সরকারী ট্রেজারীতে জমা না দিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে FDR বিনিয়োগ করে ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূনঃনির্ধারণ করে Non-Operating Profit এর ভিত্তিতে উৎসাহ বোনাস ও উৎপাদন বোনাস প্রদান করা হয়েছে যা Memorandum of Association এর মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।
- ২০০৮-২০০৯ হিসাব সালের অনিয়মটি অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ২২-০৮-২০১০ তারিখে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। জবাব না পাওয়ায় প্রথমে ০৪-১০-২০১০ তারিখে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে ২৪-১০-২০১০ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত জবাব নিস্পত্তিমূলক নয়।
- ২০১০-২০১১ হিসাব সালের অনিয়মটি অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে ১২-০৪-২০১২ তারিখে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের জবাব না পাওয়ায় ২১-০৫-২০১২ তারিখে তাগিদপত্র ও পরবর্তীতে ১১-০৬-২০১২ তারিখে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত জবাব নিস্পত্তিমূলক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উৎসাহ বোনাস ও উৎপাদন বোনাস বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত সমুদয় অর্থ দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যাক্ত/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা প্রদান পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানো প্রয়োজন।

টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (টেশিস)

অনুচ্ছেদঃ ০৪।

শিরোনামঃ অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করার ফলে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি ২,২২,০৩,২৪৯ টাকা।

বিবরণঃ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড, গাজীপুর অফিসের ২০১১-২০১২ হিসাব সালের ল্যাপটপ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি Purchase Order এর কপি এবং স্টোর রেজিস্টার নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, ল্যাপটপ প্রকল্পের জন্য অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে ২,২২,০৩,২৪৯ টাকা (পরিশিষ্ট-''ঘ'' সংযুক্ত)।

আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়ঃ

- মালয়েশিয়ার কোম্পানি TFT Technology কে ল্যাপটপ প্রকল্পের জন্য ৪১ টি আইটেমের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য ০৭-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ল্যাপটপ প্রকল্প কর্তৃক ক্রয় আদেশ নং-TSS/2M/TFT/01/2011-11 প্রদান করা হয়।
- উক্ত ক্রয় আদেশে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি Purchase Order এর ক্রমিক নং-৫ (Off Line Assemslyconvey 20m*2 row incl.hanger), ৬ (Wooden tray for Off Line Conveyor), ১৪ (Good Will DC Power Supply), ১৫ (Digital Colour Analyzer), ১৬ (Shibasoku Multi Test Signal Generator), ১৭ (Good Will 2 Chanel Digital Oscillos Cope), ১৮ (Microtest Hi-pot Testr), ১৯ (Mitutoyo Digimatic Micrometer). উক্ত আইটেমের যন্ত্রপাতিগুলো LEDTV Equipment বিধায় যাহা ল্যাপটপ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নয়। ক্রমিক নং-২৯ (SAP Business One Solution Suit & License) ল্যাপটপ প্রকল্পের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।
- স্টোর বাস্তব যাচাইয়ান্তে উক্ত মালামালগুলো স্টোরে অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

টেশিসের TSS-2M-TFT প্ল্যান্টের বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৪১ টি আইটেমের ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়। মালামাল প্রাপ্তির পর দেখা যায় ক্রয়াদেশের কিছু আইটেম এর মালামাল অপ্রয়োজনীয়। এ ব্যাপারে প্ল্যান্টের Technical Advisor Mr. Recardo তদন্ত অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ পত্র প্ল্যান্ট ও বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে (৩য় বোর্ড মিটিং)। চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য TSS-2M-TFT বোর্ডের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। অচিরেই সার্বিক সমাধান পাওয়া যাবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ক্রয় আদেশে বর্ণিত মালামালগুলো ল্যাপটপ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য কিনা তাহা নিশ্চিত হয়ে ক্রয় আদেশ প্রদান করা প্রয়োজন ছিল।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় প্রথমে তাগিদপত্র ও পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন মীমাংসামূলক জবাব / মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমাদানি করার ফলে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতির সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ ব্যাক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সংস্থার খাতে জমা পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৫।

শিরোনামঃ **Purchase Order** এ ৪ টি আইটেম কম সরবরাহ করা সত্ত্বেও সরবরাহকারীকে অর্থ পরিশোধ করায় প্রকল্পের ৫২,০৭,৪০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড, গাজীপুর অফিসের ২০১১-২০১২ হিসাব সালের নিরীক্ষাকালে ল্যাপটপ প্রকল্পের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি Purchase Order এর কপি এবং স্টোর রেজিস্টার এর কপি যাচায়াইয়ান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, Purchase Order এ ৪টি আইটেম কম সরবরাহ করা সত্ত্বেও সরবরাহকারীকে অর্থ পরিশোধ করায় প্রকল্পের ৫২,০৭,৪০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-"ঙ" সংযুক্ত)।

- মালয়েশিয়ার কোম্পানি TFT Technology কে ল্যাপটপ প্রকল্পের জন্য ৪১ টি আইটেমের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার জন্য ০৭-০৪-২০১১ খ্রিঃ তারিখে ল্যাপটপ প্রকল্প কর্তৃক ক্রয় আদেশ নং-TSS/2M/TFT/01/2011-11 প্রদান করা হয়েছে।

- উক্ত ক্রয় আদেশের আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি Purchase Order এর ক্রমিক নং-২০ (MCU Programmer), ২১ (Leaper Universal Programmer), ২৫ (CPU & Wireless testing Softwere) ও ২৬ (CPU & Burnt in Softwere) আইটেমের যন্ত্রপাতিগুলো সরবরাহকারী সরবরাহ করেনি। স্টোর রেজিস্টারে উক্ত মালামালগুলো Missing Item হিসাবে Entry করা হয়েছে। স্টোর বাস্তব যাচায়ান্তে উক্ত মালামালগুলো পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

টেশিসের ল্যাপটপ প্ল্যান্টের আমদানিকৃত মালামালের Container এ কিছু আইটেম Missing পাওয়া যায়। উক্ত বিষয়ে TSS-2M-TFT ৩য় ও ৪র্থ বোর্ড সভায় আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বোর্ডের কার্যক্রম চলমান আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, মালামালগুলো জাহাজে উঠানোর পূর্বে ভালোভাবে যাচাই করা হলে সরবরাহকারী কর্তৃক কম সরবরাহ করা সম্ভব হতো না এবং মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত মালামাল যাচাই করা হলে কম প্রাপ্ত মালামালের মূল্য সরবরাহকারীর নিকট হতে কর্তন করা সম্ভব হতো।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় প্রথমে তাগিদপত্র ও পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন মীমাংসামূলক জবাব / মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

Purchase Order এ ৪টি আইটেম কম সরবরাহের জন্য প্রকল্পের যে আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার সমুদয় অর্থ দায়ী ব্যক্তি / ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সংস্থার খাতে জমা পূর্বক নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৬।

শিরোনামঃ টেলিটক কাজে Strategic Partner এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি পত্রে Strategic Partner কে অগ্রিম অর্থ প্রদানের প্রভিশন না থাকা সত্ত্বেও টেশিস কর্তৃক ৫,১৮,৬৮,০১৩ টাকা অগ্রিম প্রদান, যা চুক্তি পত্রের পরিপন্থী।

বিবরণঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড, গাজীপুর অফিসের ২০১১-২০১২ হিসাব সালের চুক্তি পত্র, মেইন লেজার এবং ট্রায়াল ব্যালেন্স যাচাইয়ান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, টেলিটক কাজে Strategic Partner এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি পত্রে Strategic Partner কে অগ্রিম অর্থ প্রদানের প্রভিশন না থাকা সত্ত্বেও টেশিস কর্তৃক ৫,১৮,৬৮,০১৩ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"চ" সংযুক্ত)**।

নিরীক্ষাকালীন সময়ে নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়ঃ

- টেলিটক লিঃ এর বিটিএস টাওয়ার এবং বিটিএস রুমে এসি স্থাপন কাজের নিমিত্ত টেশিস কর্তৃক বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান টেকনোট্রেড ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে একটি চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। চুক্তি পত্রের শর্তের ২(খ) মোতাবেক টেশিস টেকনোট্রেড ইঞ্জিনিয়ারিংকে চুক্তিপত্র সম্পাদনের ০১ বছর ৬ মাসে ৩,০০,০০,০০০ (তিন কোটি) টাকা Running Capital হিসাবে প্রদান করবে। উক্ত সময় শেষে টেকনোট্রেড ইঞ্জিনিয়ারিং উক্ত অর্থ পরিশোধ করবে। চুক্তিপত্র ২৫-০৬-২০০৯ খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় গত ২৪-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখে Running Capital প্রদানের ১ বছর ৬ মাস সময় পূর্ণ হয়। সেই মোতাবেক ২৪-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ এর পরে কোন অর্থ টেকনোট্রেড ইঞ্জিনিয়ারিংকে প্রদান করা যাবে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে টেলিটক কাজের Strategic Partner টেকনোট্রেড ইঞ্জিনিয়ারিংকে ২০১১-২০১২ আর্থিক সালে অর্থাৎ ২৪-০১-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পর ৫,১৮,৬৮,০১৩ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে যা চুক্তি পত্রের শর্তের পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

প্রায় ৩০ কোটি টাকার কাজ এককভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব না বিধায় টেশিস পর্ষদ সভার অনুমোদনক্রমে টেকনোট্রেড ইঞ্জিনিয়ারিংকে কৌশলগত অংশীদার করে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে এবং অগ্রিম অর্থ প্রদান করা হয়। উক্ত অগ্রিম অর্থ বিল প্রাপ্তিতে সমন্বয় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, চুক্তিপত্রের শর্তের পরিপন্থীভাবে অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় প্রথমে তাগিদপত্র ও পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন মীমাংসামূলক জবাব / মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

চুক্তিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে Strategic Partner কে অগ্রিম প্রদেয় টাকার বিষয়ে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং অগ্রিম প্রদেয় টাকা সুদ সহ আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৭।

শিরোনামঃ **Telephone Set (কর্ডলেজ) বাজারে চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন পূর্বক স্টোরে ফেলে রাখা হয়েছে ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ২,৯২,২৮,৪৬৬ টাকা।**

বিবরণঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড, গাজীপুর অফিসের ২০১১-২০১২ হিসাব সালের টেলিফোন সেট উৎপাদন সংক্রান্ত এলসির কপি ও ডেলিভারি চালান কপি যাচাইয়ান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, Telephone Set (কর্ডলেজ) এর মালামাল / যন্ত্রাংশ ক্রয় পূর্বক সেট উৎপাদনের পরে বাজারে চাহিদা না থাকায় বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে ২,৯২,২৮,৪৬৬ টাকা **(পরিশিষ্ট-''ছ'' সংযুক্ত)**।

- Telephone Set (কর্ডলেজ) উৎপাদনের লক্ষ্যে বিদেশ থেকে এলসির Purchase Order No-FP/785/2011-2012 Date: 12-11-2011 এর মাধ্যমে ১২,৫০০ টি কর্ডলেজ উৎপাদনের লক্ষ্যে মালামাল আনার পরে Telephone Set (কর্ডলেজ) উৎপাদন করা হয়েছে। উক্ত উৎপাদিত পণ্য স্টোরে পড়ে রয়েছে।

- উহা বিক্রির উদ্দেশ্যে দৈনিক ইত্তেফাক ও প্রথম আলো পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করার জন্য সম্পাদকের নিকট পত্র লেখা হয়েছে।

- পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পরেও Telephone Set (কর্ডলেজ) বিক্রয় হচ্ছে না। যাহার ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

টেশিস বোর্ড ও বিটিসিএল এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক Cordless Telephone Set এর মালামাল আমদানি করা হয়। উক্ত মালামাল দ্বারা টেলিফোন উৎপাদন করা হইতেছে। যাহা বিক্রির জন্য বিটিসিএল এর উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করা হইতেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা বিটিসিএল এর উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ করা হইতেছে মর্মে স্থানীয় অফিস যে জবাব প্রদান করেছেন তার স্বপক্ষে প্রমাণ পত্র প্রদান করেননি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় প্রথমে তাগিদপত্র ও পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব / মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

জরুরী বিত্তিতে Telephone Set (কার্ডলেস) বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহন করে বিক্রয়ের প্রমাণক সহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক এবং বাজার যাচাই না করে বিপুল পরিমান উৎপাদনের সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক যথাযথ কর্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

অনুচ্ছেদঃ ০৮।

শিরোনামঃ নির্মাণ কাজ শেষ না করেই ঠিকাদারকে ১৮,৯৫,০০০ টাকা পরিশোধ অনিয়মিত।

বিবরণঃ

- প্রকল্প পরিচালক, জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের নির্মাণ / পূনঃ নির্মাণ প্রকল্পের ২০১০-২০১১ হিসাব সালের ভবন সংক্রান্ত নথি, ঠিকাদারের বিল ভাউচার, পরিমাপ বহি এবং সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার নিরীক্ষাকালে দেখা গেল যে, নির্মাণ কাজ শেষ না করেই ঠিকাদারকে ১৮,৯৫,০০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-''জ'' সংযুক্ত)।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, জনাব খন্দকার মঈনুল ইসলাম, রইছ হাউজ, হোসাইনগঞ্জ, রাজশাহীকে উপরোক্ত কাজে ০৯-০৬-২০১০ ইং তারিখে ৬ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার শর্তে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। শর্ত মোতাবেক ০৯-১২-২০১০ ইং তারিখের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। কাজ শুরুর ২১ দিনের মধ্যে ১ম চলতি বিল এবং ২২-১২-২০১০ ইং তারিখের মধ্যে ২য় ও ৩য় চলতি বিলসহ মোট ১৫,৪৫,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়। ঠিকাদার কর্তৃক দাবীকৃত প্রতিটি বিলের বিষয়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব আজাদুর রহমান নির্মাণ কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে মর্মে প্রত্যায়ন প্রদান করেন। ১২-১২-২০১০ ইং তারিখে ঠিকাদার এই মর্মে আবেদন করেন যে, ডিসেম্বরের মধ্যে ভবন হস্তান্তর করা হবে এবং চুড়ান্ত বিল পরিশোধ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ডিসেম্বরেও ভবন হস্তান্তর না করায় ৩১-০১-২০১১ ইং তারিখ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়। উক্ত সময়ের মধ্যেও কাজ শেষ না করে প্রায় ৫ মাস পর ২১-০৬-২০১১ ইং তারিখের আবেদন পত্রে পুনরায় ভবন হস্তান্তরের ঘোষণা দেয়াসহ চুড়ান্ত বিল পরিশোধের জন্য বলা হয়। সে অনুযায়ী ৩০-০৬-২০১১ ইং তারিখে ৪র্থ বিল বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়। এভাবে প্রতিবারই উপ সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক ঠিকাদারের সঠিকভাবে কাজ করার প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়। চতুর্থ বিল পরিশোধের মাধ্যমে মোট (৫,১৫,০০০ + ৬,৮০,০০০+ ৩,৫০,০০০+ ৩,৫০,০০০) =১৮,৯৫,৫০০/- টাকা পরিশোধের পরও কাজের কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। ২৫-০৭-২০১১ তারিখে সাইট পরিদর্শনে কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় ১০-৮-২০১১ ইং তারিখ পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত করার চুড়ান্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়। তারপরও কাজ সমাপ্ত না করায় পরিচালক (পরিকল্পনা) কর্তৃক ঠিকাদারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে ২১-১১-২০১১ ইং তারিখে লেখা পত্রে ১৫ দিনের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার জন্য তাগিদ প্রদান করেন। এবারও কাজ শেষ না করে প্রতারণামূলকভাবে ভবন হস্তান্তরের আবেদন করা হয়। ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিচালক (পরিকল্পনা) ২৬-০২-২০১২ ইং তারিখে পিএমজি রাজশাহীকে ভবন হস্তান্তর গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। যদিও হস্তান্তরের কোন প্রমাণ নথিতে পাওয়া যায়নি। এতে নিম্নরূপ অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়।
- ঠিকাদার সঠিকভাবে কাজ না করেই বারবার কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ভবন হস্তান্তরের মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে চলতি বিল দাবী করলে তা যথাযথ মনিটরিং না করেই পরিশোধ করা হয়েছে।
- বিলম্বে কাজ করার দরুন ঠিকাদারকে জরিমানা করা হয়েছে এরূপ কোন প্রমাণ নথিতে পাওয়া যায়নি।
- প্রতিটি চলতি বিল পরিশোধের পূর্বে প্রকৌশলী কর্তৃক কাজের সঠিক পরিমাপ উল্লেখ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

নির্মাণ কাজে বিলম্ব করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল হতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে জরিমানা কর্তন করা হবে। প্রতিটি চলতি বিল প্রদানের পূর্বে সাইট ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক বাস্তবে পরিবীক্ষণ করে প্রত্যয়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, ০৯-৬-২০১০ ইং তারিখে কার্যাদেশ দেওয়া কাজটির ২২-১২-২০১০ ইং তারিখের মধ্যে সাইট ইঞ্জিনিয়ারের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে ১৫,৪৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৮,৯৫,০০০/- টাকা। অর্থাৎ ঠিকাদার কাজ না করেই অফিস কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজশে কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে সিংহভাগ উত্তোলনের সুযোগ করে নিয়েছে। এর জন্য কারা দায়ী তা নিরূপন করা আবশ্যক।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় প্রথমে তাগিদপত্র ও পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব / মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- জরুরী ভিত্তিতে উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে উক্ত পরিশোধ প্রক্রিয়ার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অন্যথায় অনিয়মিত ভাবে পরিশোধিত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ হতে আদায় পূর্বক নিরীক্ষাকে জনানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৯।

শিরোনামঃ প্যাড সর্বস্ব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে গ্রামীণ ডাক সার্ভিস উন্নয়ন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন ইডি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস নির্মাণে ৯৫,৭৫,০৩৫/- টাকা অপচয়।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ প্রকল্প পরিচালক, গ্রামীণ ডাক সার্ভিস উন্নয়ন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্পের ২০১০-২০১১ হিসাব সালের ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত নথি, ঠিকাদারের বিল ভাউচার ও মঞ্জুরী মেমো নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ইডি ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস নির্মাণে যথাক্রমে (৬,৭৩,৯৭৪ + ৮৯,০১,০৬১) = ৯৫,৭৫,০৩৫/- টাকা সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-"ঝ" সংযুক্ত)।

নিম্নে অপচয়ের কিছু নমুনা উল্লেখ করা হ'লঃ

- সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার সিমুলদাইড় পোস্ট অফিস নির্মাণ করা হয়েছে মাত্র ২৪ দিনে। সংশ্লিষ্ট নথির নোটাংশ-৬ নিরীক্ষায় দেখা যায় কাজটি ২৬-০৬-২০১১ তারিখে শেষ হয়েছে। ০৩-০৬-২০১১ তারিখে শুরু কাজটি মাত্র ২৪ দিনে কিভাবে শেষ হলো, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ, এত অল্প সময়ে ঠিকাদার কিভাবে মালামাল সাইটে আনলো, Grade beam দিতে কতদিন সময় লাগল, ইলেকট্রিশিয়ান কখন কাজ করল, স্যানেটারির কাজ, নলকুপ বসানো, কলাপসিবল গেট তৈরী, ওয়াল রংকরণ, নিরাপত্তা ভোল্ট তৈরী ইত্যাদি কিভাবে তৈরী হলো, তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ছাঁদ ঢালাই দিলে কমপক্ষে ২১ দিন পর্যন্ত রাখতে হয়। সুতরাং ২৪ দিনে কিভাবে একটি ভবন নির্মাণ করা হলো তা অডিটের বোধগম্য নয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কাজের নামে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।
- সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার বাউধরণ গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণের কাজ ২৭-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে সম্পাদন করা হয়েছে। অথচ ডিপিএমজি সিলেট বিভাগ, তাঁহার ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্রে উল্লেখ করেন যে, ছাদ ঢালাইয়ের জন্য স্যাটারিং এর কাজ চলছে। অন্যদিকে ২৯-০৬-২০১১ খ্রিঃ তারিখে কাজ অসম্পূর্ন রেখে সহকারী প্রকৌশলীর প্রত্যয়নের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিল মঞ্জুর করা হয় ও পরিশোধ করা হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঠিকাদার কাজ না করে যোগসাজশে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এর জন্য কারা দায়ী তা নিরূপণ করা আবশ্যক।
- দরপত্র আহবানের সময় দরদাতাদের যোগ্যতা হিসেবে 'এ' ও 'বি' শ্রেণির তালিকাভুক্তির তথ্য, ভ্যাট, আইটি, ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক সলভেন্সি ইত্যাদি যাবতীয় প্রমাণক চাওয়া হলেও নিরীক্ষাকে কোন প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি।
- দরপত্র আহবানের সময় ১০% পারফরমেন্স সিকিউরিটি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে নেয়ার বিধান থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে এর কোন প্রমাণক নিরীক্ষাকে সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়।
- প্রত্যেক কার্যাদেশে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের পূর্বে অবশ্যই সহকারী প্রকৌশলী / উপ-সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদনের নির্দেশনা থাকলেও প্রত্যেকটি কাজের উক্ত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে, যার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।
- প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রে ডাক বিভাগ ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রণীত চুক্তিনামা বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়নি, যার ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

ঠিকাদারগণের তালিকাভুক্তি, ভ্যাট, আইটি, ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক সলভেন্সি প্রমাণক দরপত্রের সাথে সংযুক্ত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, জবাবের সাথে কোন প্রমাণক স্থানীয় নিরীক্ষা দলকে সরবরাহ করা হয়নি। উল্লেখ্য, গ্রামীণ ডাকঘর থেকে সরকারের কোন আয় নেই। অথচ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সমগ্র দেশে প্যাড সর্বস্ব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান দিয়ে গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ করা হচ্ছে, এর দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করা আবশ্যক।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় প্রথমে তাগিদপত্র ও পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন মীমাংসামূলক জবাব / মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা দায়ী ব্যক্তি / ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

২৫/০২/১৪২২ বঙ্গাব্দ
৮/৬/২০১৫ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
কল্যাণী তালুকদার
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৮৩১৬০৯৯